নবম পাঠ ঃ

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নে বাইবেলের কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা হয়। যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের বিষয়টিই বাইবেলের প্রধান আলোচনার বিষয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির মধ্যদিয়ে নিজেকে পাপী মানব জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, পুরাতন নিয়মে আমরা তার বিবরণ পাই। ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন উৎসব, বলি-উৎসর্গ, ইত্যাদি, কোন না কোন ভাবে দেখিয়েছে যে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট আসবেন। আর সময় হলে পর তিনি এসেছিলেন। নূতন নিয়মে তাঁর পৃথিবীতে আসার বিবরণ আছে। খ্রীষ্টের আসার ফলে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, আর ভবিষ্যতে যে সব ঘটনা ঘটবে, তাও নূতন নিয়মে বর্ণণা করা হয়েছে। বাইবেলের অন্য সব বিষয়গুলি এই প্রধান বিষয়টিকে সমর্থন করে ও সেটিকে ব্যাখ্যা দেয়।

৮ম পাঠে আপনি জেনেছেন যে, জীবনীমূলক অধ্যয়নের প্রসংগ বা বিষয়, ব্যক্তি বা মানুষ। কিন্তু বাইবেলে মানুষ ছাড়াও অধ্যয়নের আরো অনেক বিষয় আছে। পবিত্র শাস্ত্রে আপনি-গান, পেশা, রীতিনীতি. গাছ পালা, পশুপাখী, রাজনীতি, ভুগোল. জীবন যাপনের সঠিক নিয়ম-কানুন, এবং আরো অনেক কৌতুহল জনক ও মূল্যবান বিষয় সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে পারেন। কিভাবে বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করতে হয়, তা জানলে আপনি বাইবেল আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের পরিচিতি

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উদাহরণ

প্রকৃতি জগতের বিষয় ঃ চড়ুই পাখী

ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় ঃ ঈশ্বরের স্বভাব

আরো পড়াশুনা করুন

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উপায়

ধাপ-১ ঃ বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন

ধাপ-২ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন

ধাপ-৩ ঃ পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুন

ধাপ-৪ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলির সারমর্ম লিখুন

ধাপ-৫ ঃ সারমর্মগুলির মধ্যে তুলনা করুন

ধাপ-৬ ঃ সম্পূর্ণ খসড়াটির সারমর্ম লিখুন

ইফিষীয় বইটির ভিত্তিক অধ্যয়ন

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বলতে পারবেন বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়ন কি, আর এই

রকম অধ্যয়নে কিভাবে বিভিন্ন জিনিষ বিভন্ন গুণের বিষয় শিক্ষা দেয় তাও বলতে পারবেন।

* বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেলের যে কোন অংশ অধ্যয়ন করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া ও পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।
২। মূল শব্দাবলীতে যে নতুন শব্দগুলি আছে সেগুলির অর্থ শিখে নিন।
৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।
৪। অনেক প্রশ্নের উত্তরই বেশ বড়, সেগুলি এই বইয়ে লেখা যাবে না। তাই খুব ছোট ছোট উত্তরগুলি ছাড়া অন্যান্য উত্তরগুলি নোট-খাতায় লিখতে হবে।
৫। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি দিন, তারপর বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

দৃশ্যমান
পরোক্ষ
ব্যাপক প্রত্যক্ষ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কি ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে দৃশ্যমান (যা দেখা যায়) জিনিষ এবং অদৃশ্য গুণগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কি, বর্ণণা করতে পারা।

পাঠের খসড়ায় বাইবেলের যে বিষয়গুলির তালিকা দেওয়া আছে, তাতে দুই রকম বিষয় আছেঃ- যে সব বিষয় দেখা যায় (দৃশ্যমান), আর যে সব বিষয় দেখা যায় না (অদৃশ্য)। রোমীয় ১ ঃ ২০ পদে আমরা এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ দেখতে পাই। এই সমন্ধটি বিষয় ভিত্তিক

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য বিশেষ মূল্যবান "ঈশ্বরের যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর ঈশ্বরীয় স্বভাব, সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা বেশ বুঝতে পারে। এর পরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই।" এই শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বর আমাদের আশে পাশের সমস্ত প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি এইগুলি সৃষ্টি করেছেন যেন, তা দেখে আমরা ঈশ্বরের বিষয় জানতে পারি। ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন যে ইস্রায়েল জাতি প্যালেস্টাইনে বসবাস করে (দ্বিতীয় বিবরণ ১ঃ৮ পদ)। তিনি এখানকার ঘরবাড়ী তৈরীর মালমশলার পরিকল্পনা করেছিলেন (এগুলি তৈরী ছিল এমন সব পাথর ইত্যাদি দ্বারা যা অনেকদিন ধরে টিকে থাকতে পারে ও এইভাবে শত শত বছর ধরে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করতে পারে)। তিনিই পরিকল্পনা করে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি দিয়েছেন। ঐ দেশের ভু-প্রকৃতি এমন কি এর জলবায়ুও তাঁরই পরিকল্পিত। ঈশ্বর এ সবের মধ্যে দিয়েই তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর স্বভাব দেখিয়েছেন।

প্রথম ও শেষ বর্ষা থেকে প্যালেস্টাইন এর ফসলের ক্ষেতগুলি জল পায়। প্রথম বর্ষা হয় শরৎ কালে, এবং শেষ বর্ষা হয় বসন্তকালে। পবিত্র শাস্ত্রে এই বর্ষাগুলি দিয়ে অনেক মূল্যবান বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে (দেখুন হিতোপদেশ ১৬ঃ১৫ পদ, সখরিয় ১০ঃ১ পদ, যাকোব ৫ঃ৭ পদ)। বাইবেলে আলোচিত যে কোন বিষয় নিয়েই আপনি পড়াশুনা করতে পারেন। কাপড়-চোপড়, ঘরবাড়ী, খাবার- দাবার ইত্যাদি বিষয়ও এর মধ্যে আসতে পারে। শুধু তাই নয়, কতগুলি গুরত্বপূর্ণ শব্দ বাইবেলে কি ভাবে ব্যবহাত হয়েছে, তা নিয়েও পড়াশুনা করা যায়। আপনি কতগুলি মূল প্রসংগ যেমন বিশ্বাস, প্রার্থনা, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন। এই পাঠের শেষভাগে আপনি ইফিষীয় বইটি নিয়ে যে ধরণের অধ্যয়ন করবেন, তা এই শেষোক্ত ধরণের মধ্যে পড়বে। আমাদের "মুখের কথা" খ্রীষ্টিয় জীবনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আপনি অধ্যয়ন করবেন।

১। নীচের যে কথাগুলি সত্য সেগুলির পাশে 'স' এবং যে কথাগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে 'মি' লিখুন।

...ক) ঈশ্বর এলোমেলো ভাবে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন।

...খ) প্রকৃতিতে যা দেখা যায়, ঈশ্বরের চিরস্থায়ী সত্যের সাথে তার কোনই সম্বন্ধ নাই।

...গ) ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক এমনভাবে এই প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন যেন, এর মধ্যে দিয়ে তার ক্ষমতা ও তার স্বভাব দেখা যায়।

...ঘ) ঈশ্বর উদ্দেশ্যহীনভাবে ইস্রায়েল জাতির জন্য বাসভূমি ঠিক করেছিলেন।

...ঙ) ঈশ্বর বিশেষ পরিকল্পনা করে তার প্রজা ইস্রায়েল জাতির বাসভূমি হিসাবে প্যালেস্টাইন মনোনীত করেছিলেন।

...চ) ধৈর্য্য যে খুবই মূল্যবান, যাকোব ৫ঃ ৭ পদে প্রথম ও শেষ বর্ষার সাহায্যে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাইবেলের বিভিন্ন প্রসংগ বা বিষয় সম্পর্কে একই পরিমান খবর পাওয়া যাবে না। কোন কোন বিষয়ের জন্য একটা অধ্যায় বা শাস্ত্রাংশের মধ্যেই অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে। অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সবটা অর্থ জানার জন্য হয়ত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অনেক বই থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে। আপনার অধ্যয়ন যত ব্যাপক হবে, সময়ও তত বেশী লাগবে। আমি একজন লোকের সম্বন্ধে শুনেছি, সে সম্পূর্ণ বাইবেল ব্যবহার করে নিজে থেকে পবিত্র আত্মার বিষয় পড়াশুনা করছে। কতগুলি ধাপ ব্যবহার করে সহজেই এই রকম অধ্যয়ন করা যায়। কিছু পরেই আপনি এই ধাপগুলির বিষয় শিখবেন। এই অধ্যয়নের জন্য ঐ লোকটিকে হয়তো কয়েক বছর অথবা সারা জীবন ব্যয় করতে হবে। কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে সে কত বিস্তারিত অধ্যয়ন করে তার উপর। তাই একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত দীর্ঘ হবে তা দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করবে, আপনি কি পরিমান খবর পান, আর ঐ অধ্যয়নের জন্য আপনি কত সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক।

২। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করবে—

ক) বিষয়টি যে বইয়ে আছে সেটি কত বড় তার উপর।

খ) বিষয়টি সম্বন্ধে কি পরিমাণ খবর পাওয়া যায় তার উপর।

গ) বিষয়টি অধ্যয়নে ছাত্র কত সময় ব্যয় করে তার উপর।

অনেক বিষয় আছে যেগুলি পুরোপুরি অধ্যয়নের জন্য অনেক পড়াশুনা করা আবশ্যক। বাইবেল অভিধান ও বাইবেল কন্‌কর্ডেন্সের সাহায্যে অনেক সহজেই আপনি এই রকম অধ্যয়ন করতে পারবেন। এই বইগুলিতে বাইবেলের বিভিন্ন শব্দ ও বিষয় এবং সেই সাথে বাইবেলের কোন্ কোন্ স্থানে এগুলি আছে, তা দেওয়া হয়েছে। এদের সাহায্য নিয়ে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে বাইবেলের সমস্ত পদ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তাতে আপনার অনেক সময় বাঁচবে। এই পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য এই ধরণের বই পেলে খুবই সাহায্য হবে। তবে এগুলি ছাড়াও বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করা চলে।

যে বিষয়গুলির জন্য অল্প পড়াশুনা করলে চলে সেগুলি আপনি নিজেই অধ্যয়ন করুন। যে বিষয়টি নিয়ে আপনি অধ্যয়ন করতে চান, সেটি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তাও নিজেই খুঁজে বের করুন। ছোট ছোট বিষয়গুলি এই ভাবে নিজে অধ্যয়ন করা ভাল। কারণ তাতে আপনি বিষয়টির সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যক্ষ পদগুলি ও পাবেন। প্রত্যক্ষ পদ মানে, যে পদগুলিতে হুবহু একই শব্দ বা একই ধরণের কথা আছে। পরোক্ষ পদ মানে, যে পদগুলিতে আপনার অধ্যয়নের বিষয়টির ভাব বা ধারণা দেওয়া আছে। পরোক্ষ পদগুলি অধ্যয়নের বিষয়টি, ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

৩। যেটি প্রত্যক্ষ পদের বর্ণণা দেয়, সেটির পাশে প্রত্যক্ষ লিখুন, আর যেটি পরোক্ষ পদের বর্ণণা দেয়, সেটির পাশে পরোক্ষ লিখুন।

ক) যে পদে বিষয়টির ভাব বা ধারণার প্রতি ইংগিত করে।.....

.....

খ) যে পদে নির্দিষ্ট শব্দ বা কথাগুলি আছে।.....

.....

৪। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) অন্যান্য সাহায্যকারী বই ছাড়া বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়ন করা যায় না।

খ) বাইবেল অভিধান, বাইবেল বিষয়-নির্দিশিকা বা কন্‌কর্ডেন্স ইত্যাদি সাহায্যকারী বইগুলি বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে সাহায্য করে, তবে এগুলি না থাকলেও অসুবিধা হয় না।

গ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে, বিষয়টি বাইবেলের যেখানে হুবহু (প্রত্যক্ষ ভাবে) উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সেই স্থান গুলিই আপনি খোঁজ করবেন।

ঘ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে, বিষয়টি বাইবেলের কোথায় প্রত্যক্ষভাবে (অর্থাৎ হুবহু একই শব্দ) ও কোথায় পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ বিষয়টির ভাব) উল্লেখ করা হয়েছে সবই আপনি খোঁজ করবেন।

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উদাহরণ ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ বাইবেল অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে "জিনিষ" এবং "গুণ" কি তা বর্ণণা করা এবং এই উভয় প্রকার বিষয়ের উদাহরণ দিতে পারা।

প্রকৃতি জগতের বিষয় ঃ চড়াই পাখী ঃ

রোমীয় ১ ঃ ২০ পদে আপনি দেখেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতি জগতকে এমনভাবে পরিকল্পনা করে সাজিয়েছেন যেন, মানুষ তা থেকে শিখতে পারে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় বাড়ীর আশে-পাশে চড়াই পাখী বা এর মত ছোট ছোট পাখী দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেল শিক্ষা দেবার জন্য বেশ কয়েকবার এই চড়াই পাখীর দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতে "হিব্রু ভাষার" সিপ্‌পোর "শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে চড়াই পাখী"। ঐ শব্দটি দিয়ে চড়াইয়ের মত সব রকম ছোট ছোট পাখীদের বুঝানো হোত। পুরাতন নিয়মে প্রায়

চল্লিশ বার এই শব্দটি আছে। সব সময় এর অনুবাদে চড়াই পাখী লেখা হয়নি। কখনো কখনো এর অনুবাদ করা হয়েছে 'পক্ষী'। নূতন নিয়মে এই ধরণের একটা গ্রীক শব্দ দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য কত বেশী চিন্তা করেন ও যত্ন নেন, পবিত্র শাস্ত্রে এই পাখীগুলির দৃষ্টান্ত দিয়ে তাই বুঝানো হয়েছে। মথি ১০ ঃ ২৯-৩১ পদ দেখুন ঃ

"দুটা চড়াই পাখী কি দশ পয়সায় বিক্রী হয়না? তবুও তোমাদের পিতা ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না; এমন কি তোমাদের মাথার চুলগুলোও গোণা আছে। কাজেই তোমরা ভয় পেয়োনা। তোমরা তো চড়াই পাখী থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।" ঈশ্বর চড়াই পাখীর মত ছোট ছোট পাখীদের জন্য ভাবেন। কারণ এরা তাঁরই সৃষ্টি। তাই ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সন্তানকে পিতা ঈশ্বরের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হবে। আমাদের জন্য চিন্তা করেন, তিনি আমাদের সব রকম যত্ন নেন।

গীত-লেখক এই পাখীটিকে দিয়ে দুঃখ ও একাকীত্ব বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি এমন হইয়াছি যেন চটক (চড়াই পাখী) ছাদের উপর একাকী রহিয়াছে" (গীত ১০২ ঃ ৭ পদ)। এই পাখী-গুলিকে সাধারণতঃ একাকী দেখা যায় না। একত্রে জটলা বেঁধে কিচির-মিচির করে আনন্দ করতেই এদের দেখা যায়। লেখক, তার দুঃখ যে কত বেশী, তাই দেখাতে চান, এই জন্য তিনি বলে-ছেন যে তার অবস্থা ঠিক যেন ছাদের উপর সংগী-সাথীহীন, একাকী বসে থাকা একটা চড়াই পাখীর মত।

ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ঃ ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

নীচে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্ক বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের একটি খসড়া দেওয়া হয়েছে। ইফিষীয় বইটি অধ্যয়নেও আপনি এই রকম খসড়া তৈরী করবেন। এখন আপনি কেবল খসড়াটি এবং খসড়ায় যে পদগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি পড়ুন। প্রত্যেকটি বাইবেলের পদ

পর্যবেক্ষন করে যে খবর পাওয়া গেছে, সে গুলি বা পাশে দেওয়া হয়েছে। এগুলি ভাল করে লক্ষ্য করুন। শেষভাগে যে সারমর্ম দেওয়া হয়েছে, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন (বাইবেলের সমস্ত পদ-গুলি হবককুকের বই থেকে নেওয়া হয়েছে)।

বিষয় ঃ ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

বাইবেলের পদ	পর্যবেক্ষন
১ ঃ ২ পদ।	হবককুক সদাপ্রভুর কাছে অনুনয়-বিনয় করে অন্যায়ের বিচার চান, কিন্তু সদাপ্রভু কোন উত্তর দেন না। ঈশ্বর তো ধার্মিক। তার উত্তর দিতে না পারার মানে কি? ঈশ্বর কেবল মাত্র ঠিক সময়েই উত্তর দেন।
১ ঃ ৫-৬ পদ।	ঈশ্বর বসে নেই, তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর কল্-দীয়দের তৈরী করছেন। হবককুকের নালিশের ব্যাপারে এইটি কি বলে? হবককুক অনুনয়-বিনয় করবার আগেই ঈশ্বর উত্তর দেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
১ ঃ ১২ পদ।	ঈশ্বর অনাদি কাল থেকে (বা প্রথম থেকেই) আছেন। ঈশ্বর পবিত্র, তিনি অনন্তকাল থাকবেন। তিনি হব-ককুককে রক্ষা করবেন।
১ ঃ ১৩ পদ।	ঈশ্বরের চোখ এতই পবিত্র যে, তিনি মন্দ দেখতে পারেন না। যারা দুষ্কার্য (খারাপ কাজ) করে তিনি তাদের সহ্য করতে পারেন না।
২ ঃ ১ পদ।	হবককুক সদাপ্রভুর কাছ থেকে একটা উত্তর পাবার আশা করেছেন। এর মানে কি? এর মানে ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য।
২ ঃ ১৩-১৪ পদ।	আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে সদাপ্রভুকে লাভ করা। পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ হবে।
২ ঃ ২০ পদ।	সদাপ্রভু তার পবিত্র মন্দিরে আছেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাবার যোগ্য।

৩ ঃ ৩ পদ। ঈশ্বর পবিত্র ও প্রভামণ্ডিত (উজ্জলতায় পূর্ণ)।
৩ ঃ ৫-৬ পদ। সদাপ্রভু ক্ষমতাশালী।
৩ ঃ ১৩, ১৮ পদ। সদাপ্রভু চান যেন লোকেরা পরিত্রাণ পায়।
৩ ঃ ১৯ পদ। সদাপ্রভু বলবান বা শক্তিশালী।

সারমর্ম ঃ ঈশ্বরের স্বভাব এই ঃ তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (অর্থাৎ তাঁর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা আছে), অনন্তকালীন, পবিত্র ও ধার্মিক। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ন্যায় বিচার করেন, তিনি ধৈর্যের সাথে বিচার করেন, এবং তিনিই ত্রাণকর্তা।

আরো পড়াশুনা করুন ঃ

আপনি এই পাঠে দুই ধরণের বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করলেন। এদের একটি অন্যটি থেকে একেবারে ভিন্ন, তবুও এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এদের লেখা হয়েছে। প্রথম উদাহরণে চড়াই পাখী নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে. এইটি হোল আমাদের চার পাশের প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন কৌতুহল জনক বিষয়ের একটি। গাছ-পালা, পশু-পাখী এবং খনিজ পদার্থকে বাইবেলে কখনো কখনো দৃষ্টান্ত হিসাবে, আবার কখনো কখনো প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি প্রায় একই রকম হওয়ার মাঝে মাঝে দৃষ্টান্তকে প্রতীক এবং প্রতীককে দৃষ্টান্ত বলা যায়। কিন্তু আমরা আপনাকে এদের পার্থক্যগুলি দেখিয়ে দেব, তাতে আপনি বাইবেল পড়ে আরো ভাল বুঝতে পারবেন।

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কোন একটা সত্যকে এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যার ফলে সেটি সহজেই বুঝা যায়। সর্ষে গাছ উৎপন্ন হয়। (প্যালেস্টাইনের সর্ষে গাছগুলি আমাদের দেশের সর্ষে গাছের তুলনায় অনেক বড়)। তাই যীশু স্বর্গ-রাজ্য (মথি ১৩ ঃ ৩১-৩২ পদ), এবং বিশ্বাস (মথি ১৭ ঃ ২০ পদ) সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। একটা প্রতীক এমন কোন জিনিষ যা অন্য আর একটা জিনিষের বদলে ব্যবহার করা হয়। প্রতীকটি যে জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়. সেটির সাথে এর কয়েকটি বিষয়ের মিল থাকে। যেমন দানিয়েল ২ অধ্যায়ের 'স্বর্ণময় মস্তক' রাজা।

নবুখদ্‌নিৎসরের প্রতীক রূপে দেখানো হয়েছে (৩৮ পদ)। দানিয়েল ৮ ঃ ১-৮ পদে ভবিষ্যতের বিভিন্ন রাজা ও রাজাদের প্রতীক হিসাবে মেষ, ছাগ, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ধরণের বিষয়গুলি অধ্যয়নে আপনি বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ধাপগুলি ব্যবহার করবেন। এর পরের অংশে এই ধাপগুলির বিষয় আলোচিত হবে। আর যে সব কারণে ঐ বিষয়টিকে একটা দৃষ্টান্ত, প্রতীক অথবা অন্য কিছু রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন।

৫। নীচের বিষয়গুলি নিয়ে ভাবুন। প্রত্যেকটির পাশে দেওয়া বাইবেলের পদগুলি পড়ুন। এগুলি দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক, তা প্রতিটির পাশের শূণ্যস্থানে লিখুন।

ক) পিঁপড়া (হিতোপদেশ ৬ ঃ ৬-৮ পদ) .....

খ) মেষ শিশু (প্রকাশিত ৬ ঃ ১, ৩, ৫, ৭ পদ) .....

গ) পতংগ (নহুম ৩ ঃ ১৫ পদ) .....

ঘ) ভল্লুক (দানিয়েল ৭ ঃ ৫, ১৭ পদ).....

এই পাঠে যে বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি বাদে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আরো কতকগুলি বিষয় হোল আলো, জল, শষ্য-দানা, বিভিন্ন ওষধি (যেমন, জিরা, মথি ২৩ ঃ ২৩ পদ) এবং আরো অনেক কিছু।

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের দ্বিতীয় উদাহরণটি ছিল ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে। এটি কিন্তু কোন জিনিষ নয়, এটি একটা গুণ, এবং তা, দেখা যায় না। এই রকম আরো কয়েকটি গুণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা যায়, যেমন আশা, প্রেম, বিশ্বাস, ক্ষমা, মন ফিরানো, অনন্ত জীবন, ইত্যাদি।

৬। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) আশে-পাশের প্রকৃতি জগত থেকে নেওয়া বিষয়গুলি প্রায়ই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) যে বিষয়গুলি জিনিষ নয় কিন্তু গুণ, সেগুলিই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে বেশী ব্যবহাত হয়েছে।

গ) বাইবেলের যে বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে সেগুলির সংখ্যা খুব কম।

ঘ) বাইবেলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে, যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

৭। এই পাঠে এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি, চিন্তা করে এমন চার-পাঁচটি বিষয় লিখুন, যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

....

.....

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উপায় ঃ

লক্ষ্য-৩ ঃ বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ কি তা জানা ও সেগুলি ব্যাখ্যা করা।

ধাপ-১ ঃ বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন।

এই ধাপে আপনি বিষয়টি সম্পর্কে একটি বাইবেল ভিত্তিক খসড়া তৈরী করবেন। জীবনী মূলক অধ্যয়নে আপনি যে রকম খসড়া তৈরী করেছেন, এটিও সেই রকম হবে। যে কোন বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নেই আপনাকে এইরূপ একটি খসড়া তৈরী করতে হবে। প্রথমে আপনি নির্দিষ্ট একটি বিষয় ঠিক করুন, তারপর বাইবেলের একটা বই অথবা শাস্ত্রাংশ বেছে নিন, যার মধ্যে আপনার মনোনীত বিষয়টি সম্বন্ধে খবর আছে। হাতের কাছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বাইবেল পড়ুন। ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে এই পাঠে যে রকম খসড়া দেওয়া হয়েছে, সেই ভাবে আপনার কাগজটিকে লাইন টেনে দুই ভাগে ভাগ করুন। বা পাশের অংশে বাইবেলের পদ এবং ডান পাশের অংশে পর্যবেক্ষণ লিখুন।

পড়বার সময় বিষয়টি সম্বন্ধে যখনই কোন খবর পাবেন তখনই বাইবেলের পদ ও খবর লিখে রাখবেন। (লিখবার সময় প্রত্যেকটির মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখবেন যেন পরে আরো কিছু যোগ করা যায়।) আপনি হয়ত একটা প্রত্যক্ষ পদ পাবেন (যেখানে হুবহু আপনার মনোনীত শব্দ বা কথাগুলি আছে), অথবা আপনি হয়তো বিষয়টি

সম্বন্ধে একটা পরোক্ষ পদ পাবেন (যেখানে বিষয়টির ভাব অথবা ধারণ দেওয়া আছে)। প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ হোক, বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত পদ বাইবেলে যে ভাবে আছে, সেই ভাবে পরপর লিখতে হবে।

৮। উপরের অনুচ্ছেদ ১ নং ধাপের শেষ বাক্যটির একটি অংশের নীচে লাইন টানা আছে। ঐ অংশটি আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন।

আপনি যে খবর পান, তা যদি বিষয়টির সংগে সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যক্ষ পদ হয়, তবে, বাইবেলের পদটির পাশেই তা লিখে রাখুন। আর আপনার খবরগুলি যদি বিষয়টি সম্বন্ধে কেবল মাত্র পরোক্ষ পদ হয় তবে, তা লিখবার পরে এই প্রশ্নটিও লিখে রাখবেন ঃ "বিষয়টি সম্বন্ধে এই খবরগুলি কি বলে ? "সব সময় মনে রাখবেন যে, বাইবেল অধ্যয়নের সময় পবিত্র আত্মা সর্বদা আপনার সাথে থাকেন। তিনি আপনার অন্তরে থেকে আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করেন। আপনি যে ভাবেই বাইবেল অধ্যয়ন করেন না কেন, প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে আপনাকে তা করতে হবে। আপনার মন সম্পূর্ণ খোলা ও আগ্রহী থাকতে হবে। ঈশ্বরের আত্মার সাহায্য ছাড়া একা একা তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করতে পারেন না। পবিত্র আত্মা আপনার সংগে থেকে আপনাকে সাহায্য করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ পর্যন্ত আপনি যা পড়েছেন, তা যদি ভালমত না বুঝে থাকেন, তবে পাঠ্য বইটি আবার প্রথম থেকে পড়ুন।

ধাপ ২ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন ঃ

প্রথম ধাপে আপনার কাজ বিষয়টি কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা, এবং বাইবেলে বিষয়টি (পদ) যে ভাবে পরপর আছে, সেই ভাবে পরপর লিখে নেওয়া। এর মানে প্রথম ধাপে আপনি যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে পদগুলি বাইবেলে যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবেই পর পর লেখা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে, বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত খবর পরীক্ষা করে দেখা। খবরগুলিকে কিরূপে যুক্তি সংগতভাবে সাজানো যায়, সেটিই আপনি দেখবেন। খবরগুলি দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন,

কোন্ খবরটি কোন্ শ্রেণীতে পড়বে। যেমন মন্দিরের আসবাবপত্র সম্বন্ধে যদি আপনি অধ্যয়ন করেন তবে, মন্দিরের বিভিন্ন অংশ অনুসারে খবরগুলিকে সাজানো যায়। এখানে মন্দিরের বিভিন্ন অংশই হবে বিভিন্ন শ্রেণী। আপনি যদি প্রকৃতি জগতের কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তবে, ঐ বিষয়টি বাইবেলে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিই বিভিন্ন শ্রেণী হতে পারে। বিষয়টি সম্বন্ধে কি ধরণের খবর আছে? কোন সত্য ব্যাখ্যা করবার জন্য কি এইটি ব্যবহার করা হয়েছে? এইটি কি প্রতীক বা অন্য কিছুরূপে ব্যবহার করা হয়েছে? ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে সময় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়-আরম্ভ, মাঝামাঝি সময়, এবং শেষ সময়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য আপনি যে সব খবর পাবেন, সেগুলিকে সাজিয়ে লিখবার জন্য দুটি বা তারও বেশী শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

তাহলে দ্বিতীয় ধাপটির এইরূপ বর্ণণা দেওয়া যায় বিষয়টি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খবর যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অনুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করুন। খবরগুলি থেকে সহজেই যে শ্রেণীগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিই ব্যবহার করুন। কিছু পরে আপনি বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ইফিষীয় বইটি পড়বেন। তখন আপনি এর মধ্যে ঈশ্বরের সন্তোষজনক কথাগুলি খোঁজ করবেন। আপনি দেখতে পারেন যে, প্রেরিত পৌল প্রায়ই একই বাক্যের মধ্যে বিপরীত বিষয় বলেছেন ঃ "এই কথা বলনা·····কিন্তু এই কথা বল·····।" এইরূপ কয়েকটি পদ দেখার পর, ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টির জন্য দুটি প্রধান শ্রেণী বিভাগের কথা আপনার মনে জাগবে। আপনার শ্রেণীগুলি এইরূপ হতে পারে ঃ "মন্দ কথা" এবং "ভাল কথা," অথবা "যে সব কথাবার্তা বাদ দিতে হবে" এবং "যে সব কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।" এই দুটি শ্রেণীর কথাই সহজে মনে আসে। আপনার পূর্ণাংগ খসড়ায় চার-পাঁচটি শ্রেণী থাকবে, কিন্তু এই প্রধান দুটি শ্রেণীর সাথে সেগুলির মিল থাকবে।

৯। উপরের অনুচ্ছেদে যে বাক্যদুটি ২ নং ধাপ সংক্ষেপে বর্ণণা করে, সেই বাক্য দুটি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১০। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ২ নং ধাপের উদ্দেশ্য হোল সব সময়--

ক) বিষয়টির সংগে সম্পূর্ণ যুক্ত পদ কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা ও লিখে নেওয়া।

খ) বিষয়টি সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায়, সেগুলিকে যুক্তি সংগত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে লেখা।

গ) খবরগুলিকে সময় অনুসারে সাজানো।

ধাপ ৩ঃ পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুন ঃ

১ নং পাঠে আপনি জেনেছেন যে, পূর্বাপর বিষয় মানে "আপনি যে বিশেষ শব্দটি নিয়ে পড়াশুনা করছেন, সেটির চারপাশের (আগের ও পরের) সমস্ত শব্দাবলী।" এই বইটি থেকে আপনি এ-ও জেনেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের সময় যত্নের সংগে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা হবে। বিষয়টি কোথায় কোথায় আছে তা সব লেখা হয়েছে (১ নং ধাপ)। নির্দিষ্ট বিষয়টি যে সব ভিন্ন ভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে খবরগুলিকে আপনি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (২ নং ধাপ)। আর এখন বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, কেবল সেই পদগুলিই পড়বেন না, কিন্তু এর আগের ও পরের পদগুলিও পড়বেন। তাহলে পবিত্র আত্মা আপনাকে যে অর্থ জানাতে চান, আপনি তা পেয়েছেন কিনা, তা সঠিক ভাবে জানতে পারবেন।

পূর্বাপর বিষয় (আগের ও পরের বাক্যগুলি) পড়বার সময় প্রথম বার পর্যবেক্ষণ করে যে খবর পেয়েছেন, তাতে কিছু রদবদল বা যোগ করতে হতে পারে। তাহলে ৩ নং ধাপের কাজ হোলঃ বিষয়টি যে সব ভিন্ন ভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বাপর বিষয়ের আলোকে যত্নের সাথে তা পরীক্ষা করা। প্রথমবার পর্যবেক্ষণ করে যে খবরগুলি পেয়েছেন, তাতে যদি কোন পরিবর্তন করতে হয় বা কোন কিছু যোগ করতে হয় তবে, ১ নং ধাপের খসড়ায় সেগুলি লিখুন।

১১। পূর্বাপর বিষয় মানে কি ?

.....

১২। নীচের বাক্যগুলির ডান পাশের শূণ্যস্থানে ১ নং ধাপ, অথবা ২ নং ধাপ অথবা ৩ নং ধাপ লিখুন ঃ

ক) বিষয়টি যে পদে আছে, তার আগের ও পরের পদগুলি পড়ুন যেন, ঐটির ঠিক অর্থ জানতে পারেন ঃ .....

.....

খ) বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে সেই পদগুলির একটা তালিকা লিখুন। .....

গ) যে জিনিষগুলির মধ্যে মিল আছে সেগুলিকে একত্রিত করে আপনার তালিকাটিকে সাজিয়ে লিখুন। .....

.....

ধাপ-৪ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলির সারমর্ম লিখুন ঃ

সারমর্ম লেখা মানে, খবরগুলিকে ছোট ছোট করে অল্প কথায় বলা।

চতুর্থ ধাপে আপনার কাজ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আপনি যে সব খবর পেয়েছেন, সেগুলি পড়ে নিয়ে খুব সংক্ষেপে ছোট করে লেখা। যেমন ধরুন আপনি "মেষ"-এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করছেন। এ সম্পর্কে বাইবেলে অনেক পদ পাবেন, কারণ এটি বাইবেলের প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে একটি। প্রথম ধাপে আপনি বাইবেলের পদগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন। দ্বিতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে, ঐগুলির ব্যবহার অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা। অন্য-কথায় যে পদগুলির মধ্যে মিল আছে, সেগুলিকে নিয়ে এক একটি শ্রেণী হবে। কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে আপনি কেবল ঐ পশুগুলিরই বর্ণণা পাবেন। এই শ্রেণী গুলির জন্য "গৃহ পালিত পশু," এবং "মেষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট" ইত্যাদি নাম দিতে পারেন। এছাড়া, আপনি আরও কয়েক শ্রেণীর পদ পাবেন, যেখানে মেষকে বলি-উৎসর্গের পশু, প্রতীক, এবং ঈশ্বরের লোকদের দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন যীশু নিজেকে বলেছেন "ভাল রাখাল (বা মেষ পালক)" (যোহন ১০ ঃ ১১ পদ)। তৃতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে সম্পূর্ণ এবং আসল অর্থ জানবার জন্য প্রতিটি পদের পূর্বাপর বিষয় পরীক্ষা করা।

চতুর্থ ধাপে আপনার কাজ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লেখা বা সংক্ষেপে ছোট করে প্রকাশ করা। আপনি যদি "মেষ" এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করেন, তবে পশু হিসাবে মেষদের সম্পর্কে যে সব খবর পেয়েছেন, সেগুলি ছোট করে অল্প কথায় লিখবেন। যে শ্রেণীর মধ্যে বলি-উৎসর্গের পশু-হিসাবে মেষদের বর্ণণা পেয়েছেন তাও ছোট করে অল্প কথায় লিখবেন। আবার যে শ্রেণীর মধ্যে প্রতীক হিসাবে মেষ ব্যবহার করা হয়েছে, আর যে শ্রেণীতে দৃষ্টান্ত হিসাবে মেষ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির সারমর্ম লিখবেন। তাই চতুর্থ ধাপের কাজ হচ্ছে, আগের ধাপগুলিতে আপনার খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে খবরগুলি আপনি পেয়েছেন সেগুলিকে ছোট করে অল্প কথায় বলা।

১৩। সারমর্ম লেখা মানে—

ক) সময় অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা।

খ) অর্থ ব্যাখ্যা করা।

গ) ছোট করে অল্প কথায় বলা।

১৪। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের চতুর্থ ধাপে আপনি—

ক) বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, সেই পদগুলির তালিকা লিখবেন।

খ) পূর্বাপর বিষয়ের ভিত্তিতে বিষয়টির ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজ করবেন।

গ) খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সব খবর আছে, সেগুলির সারমর্ম লিখবেন।

ধাপ-৫ ঃ সারমর্ম গুলির মধ্যে তুলনা করুন—

এই পদটিতে (৫ নং ধাপ) লেখার কাজ নেই। এটি দেখবার এবং চিন্তা করবার ধাপ। পড়াশুনা করে কি পেলেন এই ধাপে আপনি তাই দেখবেন। বাইবেলে আপনি যে সত্য পেয়েছেন, এই ধাপে তা নিয়ে ধ্যান করবেন। আপনি যে সব খবর পেয়েছেন, প্রার্থনার সাথে সেগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন। আর এই কাজে আপনি পবিত্র আত্মার সাহায্য নেবেন, যেন তিনি আপনাকে সমস্ত খুটি নাটি বিষয়গুলি একত্রে যা বলে, তার সাথে এদের সম্বন্ধ বুঝতে সাহায্য করেন।

আপনার খসড়ার শ্রেণীগুলিকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয়, এই ধাপেই আপনি তা ঠিক করবেন। ১ নং ধাপে আপনি বিষয়টি বাইবেলে যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবে পদগুলির তালিকা লিখেছেন। এখন প্রত্যেকটি শ্রেণীর সারমর্ম তৈরী হওয়ার পর হয়ত দেখা যাবে যে, সময় অথবা গুরুত্ব বিচারে কোন একটা শ্রেণীকে আগে বা পরে সাজালে ভাল হবে। আপনি হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীটিকে একদম শেষে দিতে চাইবেন।

১৫। নীচের প্রত্যেকটি সত্য উক্তির বা পাশে "স", এবং মিথ্যা উক্তিগুলির পাশে "মি" লিখুন।

…ক) ১ নং ধাপে আপনি বিষয়টি বাইবেলে যেখানে যেখানে এবং যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবে পদগুলির তালিকা লেখেন।

…খ) ৪ নং ধাপে আপনি লেখেন না, কিন্তু দেখেন ও চিন্তা করেন।

…গ) ৫ নং ধাপটি আসল লেখার ধাপ নয়, এই ধাপে আপনি প্রার্থনার সাথে দেখেন ও চিন্তা করেন।

…ঘ) ২ নং ধাপের কাজ হোল, বিষয়টি বাইবেলে যেখানে এবং যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেইভাবে পদ গুলির তালিকা লেখা।

…ঙ) ২ নং ধাপের কাজ হচ্ছে, যে পদগুলির মধ্যে খুব মিল আছে, সেগুলিকে একত্র করে এক একটা শ্রেণী তৈরী করা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা নাম দেওয়া।

…চ) ৩ নং ধাপে আপনি পূর্বাপর বিষয়ের আলোকে প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলি সম্বন্ধে ভাল করে পড়াশুনা করেন।

…ছ) ৪ নং ধাপে আপনি প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লেখেন।

১৬। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের প্রথম পাঁচটি ধাপ আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ধাপ-৬ ঃ সম্পূর্ণ খসড়াটির সারমর্ম লিখুন ঃ

৬ নং ধাপে সমস্ত খবরগুলিকে একত্রিত করা হয়। এই ধাপে আপনি শ্রেণীগুলির সারমর্ম থেকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এইটি চূড়ান্ত সারমর্ম। ৫ নং ধাপে সমস্ত খবরগুলি নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করবার ফলেই আপনি এইটি পান। এই শেষ ধাপে আপনি শ্রেণীগুলির সারমর্ম থেকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা উপসংহার লিখবেন।

তবে দুটি বিষয়ে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। প্রথমতঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা উপসংহারটিকে খুব বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না। সাধারণ করা অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত, নিয়ম, অথবা উক্তি যাতে খুঁটি নাটি বিবরণ থাকেনা, কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়ের জন্যই খাটে। বাইবেলের কোন বিশেষ অংশে সারমর্ম লিখবার সময় আবেগের টানে দূরে চলে যাওয়া খুবই সহজ। পবিত্র বাইবেলের বাক্য অনুযায়ী উপসংহারটি যতটা সাধারণ করা যায়, তার চেয়ে বেশী দূরে যাবে না। বাইবেল যা বলে, তার চেয়ে বেশী বা কম বলার চেষ্টাও করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ বাইবেলের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন। দুই রকম সীমাবদ্ধতা আছে ঃ অব্যক্ত (যা সরাসরী বা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, কিন্তু সেই বিষয়টি বুঝানো হয়েছে, বা তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে), এবং ব্যক্ত (যা সরাসরি বা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে)। বাইবেল এই দুই দিক দিয়েই আমাদের সীমা দিয়ে দিয়েছে। বাইবেলে অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই ব্যক্ত বিষয়-গুলি যেভাবে আমাদের মতামতকে সীমাবদ্ধ করে, তা হোল এই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজন মত এগুলির পরিবর্তন করতে পারিনা। বাইবেলের অব্যক্ত বিষয়গুলি ও আমাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। বাইবেলে যদি কোন বিষয় ইংগিত করা হয় তবে, আপনি বলতে পারেন যে, ঐ বিষয়টির ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। ঐ বিষয়টি সম্পর্কে বাইবেলের অন্য কোন পদে যদি স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা না হয়, তবে ঐ বিষয়ে আপনি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

১৭। ৬ নং ধাপের কাজ কি, তা খুব সংক্ষেপে আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১৮। নীচের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাশে শূণ্যস্থানে ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত লিখুন ঃ--

ক) যে ধারনাগুলি স্পষ্টরূপে বলা হয়নি, কিন্তু তাদের বিষয়ে ইং-গিত করা হয়েছে.......................................

....

খ) ধারনাগুলি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। ....

১৯। চূড়ান্ত উপসংহারটি লিখবার সময় কোন্ দুটি বিষয়ে আপনাকে সতর্ক হতে হবে? (উত্তর নোট খাতায় লিখুন)

ইফিষীয় বইটির বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ "যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন" এই বিষয়টি ব্যবহার করে ইফিষীয় ৪, ৫, ৬ অধ্যায় থেকে একটি বিষয় ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা।

এই অংশের জন্য আপনার নোট খাতা এবং বাইবেল লাগবে। এখানে যে কাজগুলি করতে দেওয়া হয়েছে, তাতে আপনি বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ছয়টি ধাপই কাজে লাগাতে পারবেন। আপনি ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় নিয়ে কাজ করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রথমে নিজে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবেন ও তার পরেই বইয়ের উত্তর দেখতে পারেন। আপনার উত্তরগুলি হুবহু বইয়ের উত্তরগুলির মত না হলেও চলবে। শেষে যখন বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, তখন খুশীমত আপনার উত্তরগুলির সাথে কিছু যোগ করতে বা সামান্য অদলবদল করতে পারেন। তবে আপনার নিজের কথা ও ভাব যতদুর সম্ভব একই রাখবেন। আমাদের লক্ষ্য, যেন আপনি নিজেই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। তিনি অন্যদের কাছে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি আপনার সাথেও নিশ্চয় কথা বলবেন। আপনি যত বেশী পড়াশুনা করবেন, আপনার জ্ঞানও ততই বাড়বে। এজন্য সবচেয়ে দরকারী বিষয়টি হোল, আপনাকে সময় করে ও নিয়মমাফিক ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

'যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন' এখানে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করব। এই বিষয়টির মূল প্রসংগ নেওয়া হয়েছে গীত ১৯ ঃ ১৪ পদ থেকে, "আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা," যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, ইফিষীয় বইটিতে তার

বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। পবিত্র আত্মাই প্রেরিত পৌলের মধ্য দিয়ে এই বিবরণ দিয়েছেন। (এখানে আরও কয়েক ধরণের কথার বিষয় আছে, যেগুলিতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না।) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য এই বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ সাধু যাকোবের বিবরণ থেকে তা আপনি জানতে পারবেন। তিনি বলেছেন, "তেমনি জিভও ঠিক আগুনের মত, জিভ যেন একটা মন্দতার দুনিয়া ..... কোন মানুষ জিভকে দমন করে রাখতে পারেনা" (যাকোব ৩ঃ ৬, ৮ পদ)। জিহ্বার বিষয় আরো জানতে চাইলে, যাকোব ৩ঃ ১-১২ পদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটি পড়ুন। এখানে জিহ্বাকে আমাদের কথাবার্তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করলে পর আমরা নতুন জীবন পাই। এইভাবে নতুন জীবন পেয়ে আমরা যদি খ্রীষ্টের বাধ্য হয়ে চলি, তবেই আমাদের 'কথা' ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

১ নং ধাপের জন্য আপনার নোট খাতার তিনটি কাগজ নিন ও প্রত্যেকটিকে লাইন টেনে দুইভাগে (কলামে) ভাগ করুন। ডান পাশের কলামটি বেশী চওড়া রাখুন। বা পাশে কলামের উপরিভাগে লিখুনঃ বাইবেলের পদ। ডান পাশের কলামের উপরিভাগে লিখুনঃ পর্যবেক্ষণ। এখন ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় পড়ুন। পড়বার সময় একটা পেন্সিল হাতে রাখুন। 'কথা' সম্পর্কে কোন একটা পদ পেলেই 'বাইবেলের পদ' কলামে সেগুলি লিখুন। বাইবেলের পদটি প্রত্যক্ষ পদ হলে কেবলমাত্র খবরগুলি লিখুন। আর পদটি যদি পরোক্ষ পদ হয় তবে, খবরগুলি লেখার পরে এই প্রশ্নটি লিখুনঃ "কথা" সম্বন্ধে এই পদটি কি বলে? "তারপর নিজেই প্রশ্নটির ছোট একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। পরের কয়েকটি ধাপে আপনি ধ্যান ও চিন্তা করবার সুযোগ পাবেন, তাই খুটিনাটি সমস্ত অর্থ জানবার জন্য এখানে খুব বেশী সময় নষ্ট করবেন না। এগুলি পরে করতে পারবেন।

যে সব কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, সেগুলির মত যে সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন সেগুলিও লিখে রাখুন। কারণ এই কথাগুলির পার্থক্য দেখাবার যে সাহিত্য পদ্ধতি আছে, তা আপনাকে বলে দিতে পারে

কোন্ কোন্ কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। যদি একই পদের মধ্যে হ্যাঁ-সূচকও না-সূচক, এই দুই রকম ধারণা থাকে, তবে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখাবার পদটির সাথে "ক" ও "খ" এই অক্ষরগুলি ব্যবহার করুন।

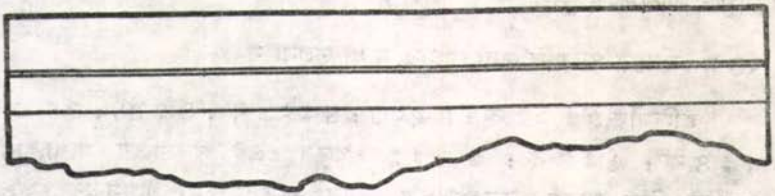

২০। ১ নং ধাপ। ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায়ে কথার বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, তাদের সমস্ত পদগুলির তালিকা লিখুন (উপরে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

আপনার পড়া এবং ১ নং ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় খসড়াটি তৈরী করা হলে, সেটি এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

প্রথম ধাপে আপনি যে খবরগুলি পেয়েছেন, তাতে 'কথার' বিষয়টি কি কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যে খবরগুলির মধ্যে মিল আছে, সেগুলি নিয়ে এক একটা শ্রেণী তৈরী করুন। খবরগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করবার নানা উপায় আছে, আর এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করবার ফলে সবটা বিষয় সহজে বুঝা যায়। আপনাকে এর একটা উপায় দেখানো হবে। অন্য উপায়গুলি ভিন্ন ধরণের হলেও সেগুলি ভুল নয়। যা হোক, এই উপায়টি ব্যবহার করে আপনি খসড়ার শ্রেণীগুলির জন্য ভাল ভাল নাম খুঁজে পাবেন। (২ নং ধাপের ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য আপনার নোট খাতার আলাদা একটা পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন। প্রতিটি উত্তরের মাঝে প্রায় ৫ লাইন করে ফাঁকা রাখুন)।

২১। ইফিষীয় ৪ঃ১৪ পদ ও ৫ঃ৬ পদ ভাল করে পড়ুন। কোন্ ভাবটি এই দু'টি পদেই আছে? আপনার উত্তর নোট খাতায় লিখুন।

২২। এই দু'টি পদের জন্য ছোট একটা নাম দিন। নামটি খাতায় লিখুন।

২৩। ইফিষীয় ৪ঃ ১১-১২ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশটি একটি বিশেষ শ্রেণীর 'কথা' সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এখানে এমন লোকদের বিষয় বলা হয়েছে, যাদের কথার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর খ্রীষ্টের দেহকে গড়ে তোলেন। এই দুটি পদের জন্য ছোট একটা নাম দিন। নামটি খাতায় লিখুন।

২৪। নীচের পদগুলি এবং এদের মধ্যে তুলনা করুন ঃ

ইফিষীয় ৪ঃ ২৫ ক; ৪ঃ ২৬; ৪ঃ ২৯ ক; ৪ঃ ৩১; ৫ঃ ৩; ৫ঃ ৪ ক; ৬ঃ ৪ ক; ও ৬ঃ ৯ পদ। এই পদগুলির মধ্যে কি ধরণের মিল আছে ভেবে দেখুন, আর এদের জন্য উপযুক্ত একটা নাম দিন।

২৫। ইফিষীয় ৪ঃ ২; ৪ঃ ১৫; ৪ঃ ২৫ খ; ৪ঃ ২৯ খ; ৪ঃ ৩২; ৫ঃ ৩; ৫ঃ ১৯ পদের প্রথমাংশ; ৫ঃ ৩৩; ৬ঃ ২; ৬ঃ ৪ খ; ও ৬ঃ ৭ পদ পড়ুন। চিন্তা করে এমন একটা নাম ঠিক করুন, যা এই পদগুলির মিল দেখিয়ে দেবে।

২৬। ইফিষীয় ৫ঃ ৪ খ; ৫ঃ ১৯ পদের শেষাংশ; ৫ঃ ২০; ও ৬ঃ ১৮ পদ পড়ুন। এই পদগুলিতে কি ধরণের কথার বিষয় বলা হয়েছে, এবং কার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হয়েছে। এই পদগুলির জন্য একটা উপযুক্ত নাম লিখুন।

উপরের কাজগুলি শেষ করলে পর আপনার নোট খাতায়, নীচে দেওয়া ৫টি বিষয়ের সংগে মিল আছে এবং ঐগুলির মত করে পর পর সাজান ও শিরোনাম যুক্ত, একটি পৃষ্ঠা পাবেন।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এই রকম কথায় কান দিওনা।
যে কথা মেনে চলা উচিৎ।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বলোনা।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বল।

এখন ৩য় ধাপে আপনি ১ নং ধাপের বই ভিত্তিক খসড়াটি আবার দেখুন। যে বাইবেলের পদগুলি আপনি লিখেছেন, সবগুলি পড়ুন, সেই সাথে পূর্বাপর বিষয়ও পড়ুন। পূর্বাপর বিষয় পড়ে যদি পর্যবেক্ষণ অংশের খরগুলির সাথে কিছু যোগ বা রদবদল করা দরকার মনে হয় তবে তা করুন।

পবিত্র শাস্ত্র বিষয়টি সম্বন্ধে ঠিক যা বলে তা ছাড়িয়ে যাবেন না। এ কথাটি সব সময় মেনে চলবেন। বাইবেল যা বলে, আপনি যদি তাকে অতিক্রম করেন তবে, আপনি অন্যায় করেন। তাছাড়া, বাইবেলের পদগুলি আসলে কি বলে, তা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে। আমরা কাউকে কাউকে এমন অনেক ব্যাখ্যা দিতে শুনেছি, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যার কোনই যোগ নাই। একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় কখনোই আপনার আগের কোন ধারণা শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে দেবেন না। আপনি হয়ত দেখবেন যে বাইবেল আপনার আগের কোন কোন ধারণা সমর্থন করেনা। এইরূপ হলে আপনাকে শাস্ত্র খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আপনার গলদ বা ভুল রয়েছে। আপনার কাজ হোল বাইবেল কি বলে তা জানা এবং সেই সত্যটি ধরে থাকা।

২৭। এখন ইফিষীয় ৪ঃ ১৭-২৪ পদ পড়ুন। এই পদগুলি ইফিষীয় ৪ঃ ১৪ পদে যে বিষয়টি আছে সেই প্রসংগেই কথা বলে বা এটাকে আমরা ঐ অংশের পূর্বাপর বিষয়রূপে ধরতে পারি।

আগের পাঠগুলিতে আমরা যেমন শিখেছি, তেমনি বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হয়েছে। আপনার খাতার আলাদা একটা পৃষ্ঠায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। অথবা আপনার ১ নং ধাপের খসড়াটিতে যদি জায়গা থাকে তবে, সেখানে উত্তরগুলি লিখতে পারেন।

ক) যারা দুষ্টবুদ্ধি খাটিয়ে বিশ্বাসীদের ভুলপথে নিয়ে যেতে চায়, তারা কাদের মত ?

খ) তাদের শিক্ষা অস্থির বাতাসের মত ও ভুলে পূর্ণ কেন ?

গ) তারা ঈশ্বরের সন্তানের পক্ষে খুব বিপদজনক কেন ?

ঘ) এমন একটা শক্তি আছে যা আপনাকে ঈশ্বর যে রকম কথায় সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কথা বলতে সাহায্য করবে। এই শক্তিটি কিসের শক্তি ?

এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের দ্বারা প্রত্যেকটি পদ অনুসন্ধান করুন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে যা কিছু জানা যায়, জেনে নিন। অধ্যয়নের জন্য যত বেশী সময় দিতে পারবেন, ততই ভালরূপে সব কিছু জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় ধাপে পাঁচটি শ্রেণী পেয়েছেন। এখন ৪র্থ ধাপে প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখবেন। মনে রাখবেন যে সারমর্মে সবগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় থাকে। সেগুলিকে যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়। আগে আপনার সারমর্মগুলি লিখুন, তারপর এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে সেগুলি মিলিয়ে দেখুন।

২৮। ২ নং ধাপের উপর যে প্রশ্নগুলি আছে, সেগুলির উত্তরে আপনি খাতায় শ্রেণীগুলির নাম লিখেছিলেন। এখন সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখুন। (প্রত্যেক শ্রেণীর বাইবেলের পদ ও খবরগুলি দেখার জন্য ১ নং ধাপের খসড়াটি ব্যবহার করুন।

এখন ৫ নং ধাপে আপনি পাঁচটি সারমর্মের মধ্যে তুলনা করবেন। মনে রাখবেন যে এই ধাপটি আসলে লেখার ধাপ নয়। তবে দরকার হলে কোন কিছু লিখতে পারেন। অধ্যয়ন করে আপনি যা পেয়েছেন, সেগুলি নিয়ে প্রার্থনার সাথে ধ্যান ও চিন্তা করাই এই ধাপের কাজ। আপনার প্রথম খসড়াটি এবং এর প্রত্যেকটি খবর আবার পড়ুন। খবরগুলিকে যে সব শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য যে সারমর্ম লিখেছেন, সেগুলিও আবার পড়ুন। পৌলের দেওয়া খবরগুলি কিভাবে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় তা লক্ষ্য করুন। ভাল ও মন্দ কথার পার্থক্য ব্যবহার করে তিনি কিরূপে তার শিক্ষাকে শক্তিশালী করেছেন তাও লক্ষ্য করুন।

২৯। আপনার পূর্ণাংগ খসড়ায় পাঁচটি শ্রেণীকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় তা ভেবে দেখুন এবং সেইভাবে আপনার খাতায় এগুলি লিখুন।

এখন ৬ষ্ঠ ধাপে আপনি পাঁচটি সারমর্ম নিয়ে একটি চূড়ান্ত সারমর্ম তৈরী করবেন। এই চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহারটিকে খুব বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না অর্থাৎ শাস্ত্র যা বলে আপনার উপসংহারটিতে তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী বলবেন না। শাস্ত্রের ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ধরণের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন। যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন-এই বিষয়টি সম্পর্কে ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহারটি নিজে লিখুন। মনে রাখবেন যে, আপনার উপসংহারটি হুবহু বইয়ে দেওয়া উত্তরটির মত না হলেও চলবে।

৩০। আপনি খসড়ার পাঁচটি শ্রেণীর জন্য পাঁচটি সারমর্ম লিখেছেন এবং এগুলিকে যেভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় সেইভাবে সাজিয়েছেন। এখন এই পাঁচটি সারমর্ম নিয়ে একটি চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহার লিখুন। তারপর এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে ঐটি মিলিয়ে দেখুন।

পরীক্ষা-৯

প্রত্যেক প্রশ্নের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঈশ্বর দৃশ্যমান জিনিষগুলি (যে সব জিনিষ দেখা যায়) এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে—

ক) তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব সেগুলির দৃষ্টান্ত স্বরূপ।
খ) সেগুলি তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।
গ) সেগুলির সাথে তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের কোনই যোগ নেই।

২। একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত লম্বা হবে, নীচের কোন্‌টি তা নির্ণয় করতে সাহায্য করবে না ?

ক) বিষয়টি সম্পর্কে যে পরিমান খবর পাওয়া যাবে।
খ) বিষয়টি বাইবেলের যে বইয়ে আছে সেটি কত বড়।
গ) ছাত্র, বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য কত সময় ব্যয় করেন।

৩। যে বিষয়গুলি দৃশ্যমান নয়, কিন্তু গুণ-সেগুলি.....

ক) বাইবেলে দৃষ্টান্ত বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

খ) বাইবেলে প্রতীক হিসাবে নয়, কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহাত হয়েছে।

গ) বাইবেলে দৃষ্টান্ত হিসাবে নয়, কিন্তু প্রতীক হিসাবে ব্যবহাত হয়েছে।

৪। বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করা হয়-

ক) ২ নং ধাপে।

খ) ৫ নং ধাপে।

গ) ৩ নং ধাপে।

৫। কোন একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নে যে পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করা হয়, তাতে কতগুলি শ্রেণী বিভাগ থাকে। এই শ্রেণীগুলিকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় তা নির্ণয় করা হয়.....

ক) খবরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করবার দ্বারা।

খ) শ্রেণীগুলির সারমর্ম তুলনা করবার দ্বারা।

গ) বিষয়টি শাস্ত্রের যেখানে আছে, সেই পদগুলি নিয়ে একটা বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা দ্বারা।

৬। বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের ১ নং ধাপে আপনি পর্যবেক্ষন করে যে খবরগুলি পাবেন, এর পরের ধাপগুলিতে সেগুলি—

ক) বাড়ানো হবে, কিন্তু নতুন করে সাজানো হবে না।

খ) নতুন করে সাজানো হবে, কিন্তু বাড়ানো হবে না।

গ) বাড়ানো হবে এবং নতুন করে সাজানো ও হবে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক) মি
খ) মি
গ) স
ঘ) মি
ঙ) স
চ) স

২। খ) বিষয়টি সম্বন্ধে কি পরিমান খবর পাওয়া যায় তার উপর।
গ) বিষয়টি অধ্যয়নে ছাত্র কত সময় ব্যয় করে তার উপর।

১৬। ১) বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন।
২) বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন।
৩) পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুন।
৪) প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখুন।
৫) সারমর্মগুলির মধ্যে তুলনা করুন।

৩। ক) পরোক্ষ
খ) প্রত্যক্ষ

১৭। একটা চূড়ান্ত সারমর্মের দ্বারা উপসংহার করা। (বাক্য ভিন্ন ধরণের হতে পারে, কিন্তু উত্তরটি এই রকমই হবে।

৪। বাইবেল অভিধান, বাইবেল বিষয় নির্দেশিকা বা কনকর্ডেন্স ইত্যাদি সাহায্যকারী বইগুলি বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে সাহায্য করে, তবে এগুলি না থাকলেও অসুবিধা হয়না।

ঘ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে বিষয়টি বাইবেলের কোথায় প্রত্যক্ষভাবে (অর্থাৎ হুবহু একই শব্দ) ও কোথায় পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ বিষয়টির ভাব) উল্লেখ করা হয়েছে, সবই আপনি **খোঁজ করবেন।**

১৮। ক) অব্যক্ত
খ) ব্যক্ত

৫। ক) দৃষ্টান্ত
খ) প্রতীক
গ) দৃষ্টান্ত
ঘ) প্রতীক

১৯। প্রথমতঃ উপসংহারটিকে বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না।
দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই প্রকার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন।

৬। ক) আশেপাশের প্রকৃতি জগত থেকে নেওয়া বিষয়গুলি প্রায়ই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
ঘ) বাইবেলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

২০। যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ

বাইবেলের পদ ঃ	পর্যবেক্ষণ
৪ ঃ ২	নম্র ও নরম স্বভাবের হও, ধৈর্য্য ধর ও একে অন্যকে সহ্য কর। কথার বিষয়ে এগুলি কি বলে? আমার কথা নম্র, ও নরম হবে। আমি কথায় ধৈর্য্য ধরতে শিখবো, ও অন্যের কথা সহ্য করব।
৪ ঃ ১১-১২	তিনি বিভিন্ন লোককে প্রেরিত, নবী, সুখবর প্রচারক এবং পালক ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন, যেন লোকেরা তাঁর সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয়, আর এই-ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? যে সব কথা পবিত্র বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেয়, সেগুলি ঈশ্বরই দান হিসাবে লোকদের দেন।
৪ ঃ ১৪	লোকে দুষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য যে ভুল শিক্ষা দেয়, সেই ভুল শিক্ষার বাতাসে আমরা যেন এদিকে সেদিকে দুলতে না থাকি। এই বাক্যটি কথার বিষয়ে কি বলে? যারা ভুল শিক্ষা দেয়, তাদের কথা শুনে আমরা যেন ভুল পথে না যাই।
৪ ঃ ১৫	ভালবাসার মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্য কথা বল।
৪ ঃ ২৫ ক	মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।
৪ ঃ ২৫ খ	সত্য কথা বল।
৪ ঃ ২৬	যদি রাগ কর, তবে সেই রাগের দরুন পাপ কর না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? রাগের কথা না বলা।
৪ ঃ ২৯ ক	কোন বাজে কথা বল না।
৪ ঃ ২৯ খ	দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল তেমন কথা বল, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়।
৪ ঃ ৩০	তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাজে কথা বললে পবিত্র আত্মা দুঃখ পান।

৪ ঃ ৩১ চিৎকার করে ঝগড়া-ঝাটি, গালাগালি বাদ দেও।

৪ ঃ ৩২ তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও; অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, একে অন্যকে ক্ষমা কর।

৫ ঃ ২ খ্রীষ্ট যেমন আমাদের ভালবেসে ছিলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সুগন্ধযুক্ত উৎসর্গ হিসাবে নিজেকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তোমরাও ভালবাসার পথে চল। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? খ্রীষ্ট যেমন আমাদের ভালবেসেছিলেন তেমনি ভালবাসার সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।

৫ ঃ ৩ ব্যভিচার, অশুচিতা আর লোভের কথা যেন তোমাদের মধ্যে শোনা না যায়।

৫ ঃ ৪ ক লজ্জাপূর্ণ আচার-ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথাবর্তা তোমাদের মানায় না।

৫ ঃ ৪ খ বরং তোমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।

৫ ঃ ৬ অসত্য কথাবার্তা বলে কেউ যেন তোমাদের ভুল পথে নিয়ে না যায়।

৫ ঃ ১৯ গীতসংহিতার গান, প্রশংসা ও আত্মিক গানের মধ্যদিয়ে তোমরা একে অন্যের সংগে কথা বল. (মানুষের সাথে কথা বলা) তোমাদের অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর (ঈশ্বরের সাথে কথা বলা)।

৫ ঃ ২০ সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।

৫ ঃ ৩৩ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে নিজের মত ভালবেসো, আর স্ত্রীর ও উচিত যেন সে নিজের স্বামীকে সম্মান করে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলবে।

৬ ঃ ২ ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মাকে সম্মান করবে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের সংগে শ্রদ্ধার সাথে কথা বলবে।

৬ ঃ ৪ ক যারা বাবা-মা, তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিরক্ত করে তুল না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে তারা বিরক্ত হয়।

৬ ঃ ৪ খ প্রভুর শাসন ও শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোল। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের কথা বলবে ও সেইমত তাদের শিক্ষা দেবে।

৬ ঃ ৭ দাসেরা তোমরা যেন প্রভুর সেবা করছ সেইভাবে সন্তুষ্ট মনে মনিবদের সেবা কর। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? চাকরেরা তাদের কাজের মধ্যেও আনন্দের কথা বলবে।

৬ ঃ ৯ তোমরা ভয় দেখিও না।

৬ ঃ ১৮ পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে প্রাণে সব সময় প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা কর।

৭। আপনার উত্তর (কয়েকটি ইংগিত ঃ তাম্বু, ফুল, প্রতিমা পূজা, জাহাজ, টাকা (মুদ্রা)।

২১। যে সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন আমরা যেন সেই রকম কথায় কান না দেই,.....দুটি পদই এই বিষয়টি বলে।

৮। বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত পদ বাইবেলে যেভাবে আছে সেইভাবে পর পর লিখতে হবে।

২২। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে ঃ **যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এরকম কথায় কান দিওনা।**

৯। নির্দিষ্ট বিষয়টি বাইবেলে যে সব বিভিন্ন পথে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অনুসারে বিষয়টির পদ গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন। খবরগুলি থেকে সহজেই যে শ্রেণীগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিই ব্যবহার করুন।

৩২। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে ঃ **যে কথা মেনে চলা উচিত।**

১০। খ) বিষয়টি সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায় সেগুলিকে যুক্তি-সংগতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে লেখা।

২৪। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারেঃ যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বলো না।

১১। আপনি যে বিশেষ বিষয়টি (শব্দ বা বাক্যাংশ) নিয়ে পড়াশুনা করছেন, সেটির চারপাশে (আগের ও পরের) সমস্ত পদ। (আপনার বাক্যটি ভিন্ন ধরণের হতে পারে, তবে উত্তরটি এর মত হবে।)

২৫। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারেঃ যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল।

১২। ক) ৩ নং ধাপ।
খ) ১ নং ধাপ।
গ) ২ নং ধাপ।

২৬। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারেঃ যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বলা।

১৩। গ) ছোট করে অল্প কথায় বলা।

২৭। ক) তারা অবিশ্বাসীদের বা অবিশ্বাসীদের মত (১৭ পদ), অন্তর কঠিন বলে তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানে না (১৮ পদ), তাদের বিবেক অসাড় হয়ে গেছে (১৯ পদ)।

খ) কারণ তারা বাজে চিন্তায় জীবন কাটায়, আর তাদের মন অন্ধকারে পড়ে আছে (১৭-১৮ পদ)।

গ) কারণ ঈশ্বরের দেওয়া জীবন থেকে তারা অনেক দূরে (১৮ পদ), তৃপ্তিহীন আগ্রহ নিয়ে সব রকম অশুচি কাজ করবার জন্য তারা লাগাম ছাড়া কামনার হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে (১৯ পদ)।

ঘ) ঈশ্বরের দেওয়া নতুন জীবনের শক্তি (২৩-২৪ পদ)।

১৪। গ) খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সব খবর আছে সেগুলির সারমর্ম লিখবেন।

২৮। প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম নীচের মত করে লেখা যেতে পারে ঃ

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথায় কান দিও নাঃ যে লোকেরা ভুল শিক্ষা দেয় তাদের কথা শুনতে চেয়োনা। তাদের অন্ধকার মন ও বাজে চিন্তা থেকে খ্রীষ্টিয়ানকে দূরে থাকতে হবে। তাদের বোকার মত কথাবার্তা শুনতে চেয়ো না। ঐ সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। যে কথা মেনে চলা উচিৎ ঃ যে লোকেরা বিশ্বস্তভাবে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেন, তাদের কথা মেনে চল। ঈশ্বর তাদের কথার দ্বারা তাঁর লোকদের তাঁর সেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন, আর এই ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বোলনা ঃ মিথ্যা কথা, রাগের কথা, বাজে কথা, এবং যে সব কথায় পবিত্র আত্মা দুঃখ পান, সে সব কথা বলো না। চিৎকার করে ঝগড়াঝাটি, গালা-গালি, অথবা কোন রকম ঘৃণ্য কথাবার্তা বলো না। ব্যভিচার, অশুচিতা আর লোভের কথাও বলো না। লজ্জাপূর্ণ আচার ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথা বলোনা। ভয় দেখিয়ে কোন কথা বলোনা।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল ঃ নম্র ও নরম কথা বল। কথায় ধৈর্য্য ধরতে শিখ, ভালবাসার সাথে অন্যের কথা সহ্য কর; সত্য কথা বল ও যে সব কথা অন্যের উপকার করে সেই সব কথা বল। অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল সেই কথা বল। ক্ষমার ও ভালবাসার কথা বল। গীতসংহিতার গান, প্রশংসা ও আত্মিক গানের মধ্য দিয়ে কথা বল। স্বামী স্ত্রী একে অন্যের সংগে ভালবাসা ও সম্মানের সাথে কথা বল। বাবা-মায়ের সংগে সম্মানের সাথে কথা বল। ছেলে মেয়েদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের কথা বল ও সেই মত শিক্ষা দেও। সকলের সাথে আনন্দের কথা বল।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বল। অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর, সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও, ঈশ্বরের সাহায্য চাও, ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা কর।

১৫। ক) স।
খ) মি।
গ) স।
ঘ) মি।
ঙ) স।
চ) স।
ছ) স।

৩০। খ্রীষ্টিয়ানদের সব রকম ভুল শিক্ষা ও অর্থহীন কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যে লোকেরা ভুল শিক্ষা দেয়, তাদের অন্ধকার মন থেকেই এই ধরণের কথা বের হয়। আর এই রকম কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। যে সব বাজে কথাবার্তা অন্যলোকদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, সেই সব কথাবার্তাও খ্রীষ্টিয়ানদের এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ এই ধরণের কথাবার্তা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়, আর ঈশ্বরও অসন্তুষ্ট হন। যে কথা ধর্ম শাস্ত্রের সত্য প্রকাশ করে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের তা মেনে চলা উচিত। কারণ এই ধরণের কথা তাদেরকে ঈশ্বরের সেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলে আর এতে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। সকল শ্রেণীর খ্রীষ্টিয়ানদের স্বামী স্ত্রী, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে এবং অন্য সবাইকে-একে অন্যের সাথে এমন কথাবার্তা বলতে হবে যা খ্রীষ্টের দেহকে গড়ে তুলবে। তাদের কথাবার্তা একে অন্যকে উৎসাহ দেবে, তা হবে ভালবাসার ও ক্ষমতার কথাবার্তা। সবশেষে খ্রীষ্টিয়ানদের সব সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে ও তাঁর লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

২৯। পাঁচটি শ্রেণীকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এরকম কথায় কান দিওনা।
যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বলবে না।
যে কথা মেনে চলা উচিত।
যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল।
যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সেইরূপ কথা বল।